৭।১১।২০০৩

দৈনিক ইত্তেফাক

পৃঃ ১৩ কলাম ৬

# কলেজ পর্যায়ে চারবছরে[...] অনার্স কোর্সঃ কি[...] প্রাসঙ্গিক ভাবন[...]

স[illegible] কলেজসমূহে তিন বছরের অনার্স কোর্স বিলোপ করে চার বছরের অনার্স কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই মোতাবেক এ শিক্ষা বছর থেকেই ছাব্বিশটি অনার্স বিষয়ে দেশের প্রায় দুইশত সরকারী ও বেসরকারী কলেজে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে। উচ্চ শিক্ষার ধারায় বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের মধ্যে সমতা এনে প্রতিযোগিতায় কলেজের অনার্স গ্রাজুয়েটদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি সাধনই যে এর উদ্দেশ্য তা সহজেই অনুমেয়। বস্তুত এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনিবার্য ছিল। কারণ একই দেশে শিক্ষার দু'টি অসম ধারা পাশাপাশি থাকতে পারে না। বিদেশেতো দীর্ঘকাল থেকে রয়েছেই, আমাদের দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও তিন বছরের স্থলে চার বছরের অনার্স কোর্স বেশ কয়েক বছর আগে প্রবর্তন করা হয়েছে।

অন্যান্য কলেজের কথা বাদ দিলেও আমাদের অনার্স পাঠদানকারী কলেজগুলোর অধিকাংশেরই যে বেহাল অবস্থা তা কারো অজানা নেই। পর্যাপ্তসংখ্যক উপযুক্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষক ও প্রয়োজনীয়সংখ্যক বই-পুস্তক ও ল্যাবরেটরী সরঞ্জামের নিদারুণ অভাব সত্ত্বেও গত দুই দশকে প্রধানত রাজনৈতিক কারণে স্থানীয় চাপের মুখে ঐ কলেজগুলোতে তিন বছরের অনার্স কোর্স এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দুই বছরের মাষ্টার্স ডিগ্রী কোর্সও প্রবর্তন করা হয়। এদিকে আবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিজেরই প্রশাসনিক ঐতিহ্য আদৌ সন্তোষজনক নয়। সুতরাং বিরাজমান পরিস্থিতিতে কলেজগুলোতে তিন বছরের স্থলে চার বছরের অনার্স কোর্স চালু হলে সঙ্কট আরো ঘনীভূত হতে পারে।

কলেজ পর্যায়ে চার বছরের অনার্স কোর্স চালু হলে এবং কাঙ্ক্ষিত সুফল লাভ করতে হলে যেসব প্রশ্ন ও জটিলতা দেখা দিবে, সেগুলো যথাসম্ভব নিরসনের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই উদ্যোগী হতে হবে। এজন্য চার ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রথমতঃ ছাত্র ও শিক্ষকদের গুণগতমান বাড়াতে হবে ও যুক্তিসংগত পরিমাণ শিক্ষা উপকরণ নিশ্চিত করতে হবে। ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী বাছাই করতে হবে। শিক্ষকদের নিয়োগ ও পদোন্নতি, গবেষণা ও প্রকাশনায় উৎসাহদান, প্রশিক্ষণ ও বেতন কাঠামোর পুনর্বিন্যাস এবং লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটরীর উন্নতি সাধন– প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এবং লব্ধ প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলো থেকে নিকটবর্তী অনার্স পাঠদানকারী অন্যান্য কলেজে প্রত্যেক অনার্স বিষয়ের জন্য প্রতি বছর অন্তত একজন অভিজ্ঞ শিক্ষককে তিন মাসের জন্য আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের জন্য মূল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পূর্ণ বেতনে ছুটি লাভের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে এবং কিছু সম্মানী বা ভাতারও ব্যবস্থা করবে। আর সংশ্লিষ্ট কলেজ ঐ শিক্ষকদের বাসস্থান ও যাতায়াতের ব্যয় বহন করবে।

দ্বিতীয়ত, কাগজে-কলমে চার বছরের অনার্স কোর্স হলেও বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তা শেষ করে ডিগ্রী পেতে ছয় বা সাত বছর লেগে যেতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে কলেজে অনার্স প্রোগ্রাম চালানো যেমন কষ্টকর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তেমনি এক কঠিন ব্যাপার। জীবনের প্রথম ডিগ্রী লাভের জন্য এত দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে গিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে। এই পরিস্থিতিতে অনার্স এর প্রতি শিক্ষার্থীর মোহ বা আকর্ষণ কমে যাবে এবং অনার্স ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ঝরে পড়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। তারা বরং দু' বছরের পাস কোর্স নিয়ে বের হয়ে আসতে চেষ্টা করবে। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে অপচয় বৃদ্ধি পাবে এবং শিক্ষকতায় শিক্ষকদের আগ্রহ হ্রাস

## ডঃ নুরুল মোমেন

পাবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থা জোরদার করলেও সমস্যাটির সুরাহা করা যাবে বলে মনে হয় না। এজন্য নতুন কিছু উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে।

তৃতীয়ত, অনার্স কোর্সের পাশাপাশি পাস কোর্স থাকবে কি না বা যদি পাস কোর্স রাখা হয় তবে তা এখনকার মতো দু' বছরের হবে, না তিন বছরের হবে– এ বিষয়েও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পাস কোর্সে কৃতকার্য হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা মাষ্টার্স পড়তে পারবে কি না এবং যদি পারে তবে তার সময়কাল কত বছর হবে তা'ও পুনঃনির্ধারণ করতে হবে। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চার বছরের অনার্সের পর মাষ্টার্স ডিগ্রীর জন্য সময়কাল এক বছর হওয়ায়, দুই বছরের পাস ডিগ্রীধারীদের জন্য তিন বছর অথবা তিন বছরের পাস ডিগ্রীধারীদের জন্য দু'বছরের মাষ্টার্স পড়ার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হতে পারে। অর্থাৎ মাষ্টার্স পর্যায়ে দু'টি ধারা প্রবর্তন করতে হবে। এটা কতখানি যুক্তিসঙ্গত এবং কলেজ পর্যায়ে সম্ভব হবে কিনা তা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।

চতুর্থতঃ, কলেজ পর্যায়ে চার বছর অনার্স কোর্সের জন্য সবদিক বিবেচনা করে সিলেবাস বা পাঠ্যক্রম প্রণয়নের জন্য সুচিন্তিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কয়েক বছর আগে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনার্স ক্লাসের পাঠ্যক্রমে আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ সমন্বয়িত করার প্রয়াস চালানো হয়, কিন্তু সে প্রয়াস পুরোপুরি সফল হয়নি। প্রকৃতপক্ষে অনেক বিভাগেই আনুসঙ্গিক বিষয়সমূহ সমন্বিত পাঠ্যক্রম অনেকটা উপেক্ষিত হয়েছে। অনার্স ডিগ্রীই হচ্ছে শিক্ষার্থীদের জীবনের প্রথম ডিগ্রী। বিদেশে প্রথম ডিগ্রীর বেলায় একটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও বেশ কয়েকটি বিষয় শিক্ষাদান করা হয়। ফলে এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভবিষ্যতে হয় যা বিশেষভাবে কাম্য। চার বছরের পাঠ্যক্রম প্রণয়নের সময় এ বিষয়টির প্রতি[...] রাখা প্রয়োজন। তাছাড়া এ পর্যায়ে ইংরে[...] বাংলা উভয় ভাষা শিক্ষারও ব্যবস্থা রাখতে[...] পাঠ্যক্রমে শুধু তত্ত্ব বা বিশ্লেষণ নয়, ব্যবহা[...] প্রয়োগিক দিকের প্রতিও গুরুত্ব দিতে হবে।

পরিশেষে, উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বিরাজমান বাস্তবতার আলোকে, [...] বিশ্ববিদ্যালয় তথা দেশবাসীর সাগ্রহ বিবেচনা[...] সবিনয়ে একটি প্রস্তাবের রূপরেখা তুলে ধরছি[...] বছরের অনার্স কোর্স দু'ভাগে ভাগ করা। প্রথম দু' বছরে ছাত্র-ছাত্রীরা দু' বছরের পাস[...] নিয়ে পড়াশুনা করবে। এ সময়ে তারা তিনটি[...] মোট ৯০০ নম্বর এবং ইংরেজীতে ১০০ ও [...] ১০০ নম্বরের জন্য প্রস্তুতি নিবে। পাস [...] শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা কমপক্ষে দ্বিতীয় [...] পাস করবে তারা অনার্স ক্লাসের তৃতীয় বর্ষে[...] হতে পারবে। তবে শর্ত থাকবে যে তাদের অ[...] অনার্সের বিষয়ে ডিগ্রী পর্যায়ে শতকরা ৫০[...] থাকতে হবে। যদি কোন পাস ডিগ্রীধারী [...] অনার্সে পড়ার যোগ্যতা না থাকে, তবে ইচ্ছা [...] সে মানোন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রয়ো[...] যোগ্যতা অর্জন করার চেষ্টা করতে পা[...] অনার্সের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে শিক্ষার্থীরা শুধু [...] বিষয়েই ১০০০ নম্বর এবং ১০০ নম্বর ভাষা (ইংরেজী ও বাংলা উভয়ই) এবং আরো [...] নম্বরের সর্বাত্মক ও মৌখিক পরীক্ষার জন্য অ[...] করবে। ফলে তাদের জ্ঞানের ভিত বেশ ব[...] থাকবে অনার্স বি[...] বেশ জ্ঞান [...] করতে পারবে[...] ব্যবস্থায় প্রতি[...] পরীক্ষা নে[...] প্রয়োজন হবে[...] শুধু পাস [...] জন্য একবার[...] অনার্স ডিগ্রীর[...] চতুর্থ বর্ষের [...] আরেকবার প[...] নিলেই চল[...] তবে কোন অবস্থাতেই একজন ছাত্রকে পা[...] অনার্স উভয় ডিগ্রী দেওয়া হবে না। অনার্স [...] লাভকালে প্রত্যেক ছাত্রকে পাস ডিগ্রী সমর্পণ ক[...] হবে। এ ব্যবস্থায় ছাত্র ও অভিভাবকদের ধৈর্য[...] ও দুশ্চিন্তাও অনেকটা কমে যাবে। পাস [...] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থী[...] মধ্যে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে এবং যারা অ[...] পড়বে সেই আত্মবিশ্বাসই তাদেরকে ভালো[...] লেখাপড়া করতে সহায়তা করবে। এ ব্যব[...] আরেকটি সুবিধা হচ্ছে কিছু কলেজেও মা[...] পর্যায়ে একটিমাত্র ধারা অর্থাৎ শুধু এক বছ[...] মাষ্টার্স কোর্স চালু করা যেতে পারে। এ কোর্সে [...] হতে হলে প্রত্যেককে অবশ্যই অনার্স পাস কর[...] হবে এবং সকল পাস ডিগ্রীধারীর জন্যই সরা[...] অথবা মানোন্নয়নের মাধ্যমে অনার্স পড়ার সু[...] উন্মুক্ত থাকবে।

> কলেজ পর্যায়ে চার বছরের অনার্স কোর্স চালু হলে এবং কাঙ্ক্ষিত সুফল লাভ করতে হলে যেসব প্রশ্ন ও জটিলতা দেখা দিবে, সেগুলো যথাসম্ভব নিরসনের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই উদ্যোগী হতে হবে। এজন্য চার ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রথমতঃ ছাত্র ও শিক্ষকদের গুণগতমান বাড়াতে হবে ও যুক্তিসংগত পরিমাণ শিক্ষা উপকরণ নিশ্চিত করতে হবে। ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী বাছাই করতে হবে। শিক্ষকদের নিয়োগ ও পদোন্নতি, গবেষণা ও প্রকাশনায় উৎসাহদান, প্রশিক্ষণ ও বেতন কাঠামোর পুনর্বিন্যাস এবং লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটরীর উন্নতি সাধন– প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।

[ লেখকঃ সাবেক প্রফেসর ও চেয়ারম্যান আন্তর্জা[...]